দৈনিক সংবাদ

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 1988
পৃষ্ঠা 4 ... 1

C41

# শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণের সিদ্ধান্ত

অবশেষে সরকার স্কুল-কলেজের শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সিদ্ধান্তটি অনেক আগেই নেয়া উচিত ছিল। তবু না হওয়ার চেয়ে বিলম্বে হওয়াও ভাল এই বিবেচনা থেকে আমরা কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।

শিক্ষকের অভাবে সরকারী স্কুল-কলেজগুলোতে লেখাপড়া ব্যাহত হবার খবর প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় ছাপা হচ্ছিল। এমনিতেই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকতার মান ভাল না। তারপর প্রয়োজনানুযায়ী শিক্ষকই যদি না থাকে তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া আরো ব্যাহত হতে বাধ্য।

ছাত্র অনুপাতে শিক্ষকের হার সরকারীভাবেই নির্ধারণ করা আছে। উন্নত দেশগুলোর তুলনায় আমাদের দেশে সেই হার অনেক কম। অথচ তাও সরকার বজায় রাখতে পারছেন না। এ দায়িত্বটা সরকারের। তা বজায় রাখতে না পারার কারণ হচ্ছে শূন্য পদ পূরণে বিভিন্ন সময়ে আরোপিত সরকারী বিধিনিষেধ এবং জটিলতা।

শিক্ষকের অভাবে বেশ কিছু সরকারী কলেজে বিভিন্ন বিভাগে পাঠদান পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। কলেজগুলো যেহেতু সরকারী কাজেই এগুলোতে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের দায়িত্বটাও সরকারের। সরকার শিক্ষক নিয়োগ না করে বিভাগ বন্ধ করে দিয়ে দায়িত্ব এড়িয়েছেন।

বর্ণিত অবস্থার আলোকে শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণের সিদ্ধান্ত একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ। তবে শুধু সিদ্ধান্তই যথেষ্ট নয়, সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নই আসল কথা। সরকারী কাজে আঠার মাসে বছরের যে ধারা--সেজন্যই এই বক্তব্য। কর্তৃপক্ষ যদি গতানুগতিক দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করে শিক্ষকের শূন্য পদগুলো পূরণের সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়ন করতে পারেন তাহলে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অধিকতর ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হবে।

সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব যে বিষয়টির ওপর আরোপ করা উচিত তা হলো নিয়োগ পদ্ধতিতে অসাধুতা এড়ানো। যোগ্যতম প্রার্থী নির্বাচনকে নিশ্চিত করতে হবে।

মেধাবী এবং উচ্চশিক্ষিত লোকজন যাতে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে আগ্রহী হন তাকে উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষকদের বেতন ভাতা এখনও পর্যাপ্ত নয়। তবু আর দশটি পেশার তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে তা একেবারেই খারাপ একথা বলা যাবে না। অযোগ্য বা কমযোগ্য প্রার্থীদের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি পাবার একটি প্রধান কারণ হল নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি। উপজেলা ব্যবস্থাপনায় শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতির কথা ওপেন-সিক্রেট ব্যাপার। শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারটাকে যদি নিলাম ডাকে পরিণত করা হয় এবং যে যত বেশী ডাক হাঁকবেন নিয়োগের ক্ষেত্রে তাকে যদি তত বেশী অগ্রাধিকার দেয়া হয় তাহলে যোগ্যতম ব্যক্তি নিয়োগপত্র লাভ করবেন এমন ভরসা করা যায় না। সরকার সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনেছেন। নিয়োগের দায়িত্ব যে পর্যায়েই থাক একে দুর্নীতিমুক্ত করার ব্যাপারে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।